সমকাল

তারিখ 27 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

২০ বছরেও মেলেনি পাঠদান অনুমতি

■ আবু সাঈম, *চট্টগ্রাম*

উড়িরচর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সন্দ্বীপের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ উড়িরচরে ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এ বিদ্যালয়টি। ২০ বছর পেরোলেও চরের একমাত্র বিদ্যাপীঠটিতে মেলেনি পাঠদানের অনুমতি। ফলে সন্দ্বীপের অন্য বিদ্যালয়গুলো থেকে বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশ নিতে হচ্ছে বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীদের। মর্যাদাপূর্ণ বেতন-ভাতা থেকেও বঞ্চিত বিদ্যালয়টির শিক্ষকরা। রয়েছে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব। পাঠদানের অনুমতি পেতে ২০ বছর ধরে নানাভাবে চেষ্টা চালানো হয়েছে। বিদ্যালয়টির নামে পরিবর্তন এসেছে চারবার। তবুও মেলেনি কাঙ্ক্ষিত অনুমতি।

চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর শাহিদা ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়ের পাঠদানের অনুমতি দেয় মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়ার পর পাঠদানের অনুমতি না মেলার বিষয়টি আমি খতিয়ে দেখব। পাশাপাশি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করব।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপ-পরিচালকের নেতৃত্বে ২০১৩ সালে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে একটি রিপোর্টসহ মন্ত্রণালয়ে পাঠদানের অনুমতি চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনে বর্তমান বিদ্যালয়টি পাঠদানের জন্য ১২টি শর্তের মধ্যে ১০টি শর্ত পূরণ করেছে। দুটি শর্ত আংশিক পূরণ করা হয়েছে। সেই হিসেবে ২০১৫ সালে আগস্ট মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপ-পরিচালক মো. আজিজ উদ্দিন স্বাক্ষরিত একটি চিঠিও পাঠানো হয়।

সন্দ্বীপ উপজেলার উড়িরচর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ■ সমকাল

চর লক্ষ্মী মোজার প্রায় পাঁচ একর জায়গার ওপর এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু চরের এ ভূমিগুলো ব্যক্তিমালিকানায় বন্দোবস্ত। ভূমির মালিকানা প্রতিষ্ঠানের নামে না হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে পাঠদানের অনুমতি পাচ্ছে না স্কুলটি। বর্তমানে পাঁচ একর জায়গা স্কুলের নামে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য সন্দ্বীপ উপজেলা ভূমি অফিস থেকে জেলা প্রশাসনের কাছে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছে।

ইউএনও মো. গোলাম জাকারিয়া বলেন, 'উড়িরচরে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে শুনেছি। স্কুলের ভূমি জটিলতা নিরসনের জন্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি এমপিওর আওতায় আনার জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। টিনশেডের পাঁচটি কক্ষ নিয়ে শুরু হয় উড়িরচর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের। চরে চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পিএসসি পাস করে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয় এ বিদ্যালয়ে। আগে এ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হলেও এখন পাঠ দেওয়া হচ্ছে এসএসসি পর্যন্ত। উত্তর সন্দ্বীপের কাঠগড় উচ্চ বিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৫ সাল থেকে দেওয়া হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা। বর্তমানে বিদ্যালয়ে রয়েছে সাড়ে চার শতাধিক শিক্ষার্থী। ২০১৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ছয়জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে পাস করে চারজন।

শিক্ষার্থীদের বেতন ও স্কুলের সম্পদের আয় দিয়ে চলে এ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণিতে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় পাঠ দেওয়া হয়। আটজন শিক্ষক ও দুজন কর্মচারী দিয়ে চলছে এ বিদ্যালয়।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. হাসান সমকালকে বলেন, এলাকাবাসীর আগ্রহে ১৯৯৭ সালে চরের শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য উড়িরচর জুনিয়র হাই স্কুল নামে শুরু হয় এর যাত্রা। এরপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামের পরিবর্তন করেও বিদ্যালয়টি পাঠদানের অনুমতি পাওয়া যায়নি। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বিদ্যালয়টির ভূমি জটিলতা নিরসন করার জন্য আমি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের কাছেও গিয়েছি। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। ২০০১ সালের পর স্থানীয় কোনো নির্বাচন না হওয়ায় এখানে জনপ্রতিনিধিও নেই। ফলে রাজনৈতিকভাবেও কেউ এ বিষয়টাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না।